এই তথ্যগুলি দেশের বড় বড় অর্থনীতিবিদগণের বিভিন্ন সমীক্ষায় বেরিয়ে আসছে । দিন যত যাচ্ছে, পরিস্থিতি ততই খারাপ হচ্ছে । স্বল্প লোক ধনী হচ্ছে । বেশী লোক গরীব থেকে গরীব হচ্ছে । মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত হচ্ছে আর নিম্নবিত্তরা আরও খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে । এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের স্বাধীনতার পর প্রথম দক্ষিণ ভারতের কেরালাতে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ-এর মুখ্যমন্ত্রীত্বে একটি সরকার গঠিত হয় । তিনি ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শুধু কেরালা নয় সারা ভারতবর্ষে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । গান্ধীজীর সাথেও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন, কারা বরণ করেছেন এবং ব্রিটিশের পুলিশী নির্যাতন তিনি সহ্য করেছিলেন । তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫৮-৫৯ সালে গঠিত কেরালার সরকার সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেরালায় যারা ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন কৃষক, যাদের মাথা গোজবার জায়গা নেই, তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে জমি দেওয়া হবে । ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ ঘোষণা করলেন একটি পরিবারের সর্বোচ্চ যে পরিমান জমি রাখার যে আইন আছে, এই পরিমানের উর্ধ্বে যাদের জমি আছে, অর্থাৎ উর্ধ্বসীমা বহির্ভূত যাদের কাছে জমি আছে - আইন মোতাবেক সেই সীমা বহির্ভূত জমি উদ্ধার করে যাদের একখন্ডও জমি নেই তাদের দলমত, ধর্ম, বর্ণ, জাত নির্বিশেষে জমি দেওয়া হবে । যার যতটা প্রয়োজন ততটা না দেওয়া গেলেও কম কম করে তাদের জমি দেওয়া হবে । এই ঘোষণার পর সারা ভারতবর্ষে একটা আলোড়ণ সৃষ্টি হয়ে গেল । গরীব মানুষদের মধ্যে যারা ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, যাদের ঘরবাড়ী নেই তারা দারুণভাবে উৎসাহিত হলেন । এই খবর যখন ত্রিপুরাতে পৌঁছল তখন মানুষ দারুণ ভাবে উৎসাহিত হল । কারণ দেশের যে কোন জায়গায় একটা ভাল কাজ হলে, মানুষের মঙ্গলার্থে কোন একটা কাজ হলে অন্য জায়গার মানুষ যখন শুনে তখন তারা এটাকে একটা ভাল কাজ হিসাবে তাদের এখানেও হবে বলে আশা করতে পারেন । এই ভাবনা থেকেই তখন এখানকার মানুষও আনন্দিত হলেন । কেরালা সরকার তখন শুরু করল উর্ধ্বসীমার বহির্ভূত জমি চিহ্নিতকরণ । ফলস্বরূপ বড় বড় জোতদার, জমিদারগণ এর বিপক্ষে কেরালার সরকার উচ্ছেদের জন্য জোট বাঁধতে লাগলেন । তৎকালীন সময়ে সরকারি স্কুল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কম ছিল । তাই পড়তে হলে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনেক বেশী খরচ করতে হতো । ফলস্বরূপ গরীব নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা আগ্রহ থাকলেও পড়তে পারতেন না । ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ সরকার এধরণের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য যে খরচ তা নির্দিষ্ট করে দিলেন যাতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন খুশী তেমন ভাবে টাকা নেবার ক্ষেত্রে বিরত হয়ে পড়ল । ফলস্বরূপ এই ভূ-স্বামী, জোতদার ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান দিলেন কেরালা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অন্যান্য রাজ্যেও প্রসারিত হবে বলে । তাই কেরালায় এটাকে করতে হবে বলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার জোতদার, জমিদার ও গরীবদের স্বার্থ লুণ্ঠনকারীদের স্বার্থে একসময় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলেন, ফলে ভূমি বন্টন কর্মসূচি বন্ধ হয়ে পড়ল এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণও তুলে নেওয়া হল । কিন্তু পরবর্তীতে ভোটের পর আবার ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ -এর নেতৃত্ব সরকার কেরালায় গঠিত হল আরো বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থনে । অনুরূপভাবে পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবাংলায়ও দাবি উঠল কেরালার মতো ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে ভূমিহীনদের জমি বন্টন করার জন্য । এরপর ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমিহীনদের ভূমিদান এর কর্মসূচি শুরু হয় ।

ভূমিহীনদের জমিদান এই যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল এই কর্মসূচি এখনও রূপায়িত হচ্ছে ভূমিহীনদের জমি প্রদানের মধ্য দিয়ে । মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী, বিধায়ক তপন দাস, সিপাহীজলার জেলাশাসক পি কে চক্রবর্তী, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন কমলা মজুমদার ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিগণ । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী । এই অনুষ্ঠানে ৭২০ জন ভূমিহীনদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয় ।

****